অগ্নিমী প্রাঙ্গনের নিবেদন

ডাক হরকার

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : অগ্নিমী
কাহিনী ও গীত রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সদৃশ পরিচালনা : কুমার দাশগুপ্ত
চিত্রশিল্প : রামনন্দ সেনগুপ্ত
শোধনী : অবনী চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
বি, এম, শর্মা ( বল লাক )
সম্পাদনা : কালী রাহা
শিল্প নির্দেশনা : সুদীর্ঘ খান

সহকারীবৃহদ ৪-

পরিচালনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
চিত্রশিল্পে : সোনা মুখার্জী
দিলীপ মুখার্জী
শফীর গৌহর
বৈদ্যুতিক বসাক

কৃতজ্ঞতা শ্রীকার : সমর সরকার, হুরা ভকত, মহেন্দ্র দত্ত এ ও সঙ্গী: গোয়ালগাড়া, সিয়েন্স ও রামনগরের গ্রামবাসীরাও, শীতলগোপাল রাইজ মিল।

স্বাগত : ক্যাপ্স, ভয়েল অফ ইংলিশ-জি, কে, শব্দসন্ত্রাঙ্গ ও শাস্ত্রীয় সাউন্ড স্টুডিও আর, সি, এ শব্দসন্ত্রাঙ্গে গৃহীত ইউনাইটেড দিনে স্যান্ডেরেটারীতে সপরিক্ষিত পরিবেশনায়—ডিস্নাক ফিল্মা ডিস্ট্রিব্যুটারস লিঙ্গ
কাহিনী

গ্রামের সহজ সরল চাকরী অচ্ছন্ন দীনবন্ধু দাস—
কর্ম ও চিন্তায় ভারতের মাটির মাহান। তার জল=
বাতাসের সঙ্গে তার বিচিত্র জীবন দর্শনের গভীর বিশালই
তার জীবনের মূলধন; সে যেন এই বিচিত্র জীবনসমর্থনের মূল প্রতীক।
ধর্মে তার যখন রুক্ষ ভাষায় থায়—তখনও সে তার বিষাদকে আঁকড়ে
ধরে প্রশ্ন করে—"আমি বলে আছি তোমার শেষ বিচারের আশায়।"

এই সংঘাতের জগতে যে চিন্তাধারা প্রতিদিন নাম। বিবর্তনের মধ্যে ফুটে
উঠেছে—সেই বিবর্তনের মধ্যে দাড়িয়ে আছে দীর্ঘ। স্ব দীর্ঘ ভাষায় মনের
আধার সংঘাতের মধ্যে দিয়েছ রূপ নিচে পর্যন্ত দিনের নতুন মাহানের
জীবন। এখানে সকল দেশের সকল মাহানের রূপ এক। তবুও দেশভেদে
এই ভালোমন্দ প্রকাশের একটি বিশেষ রূপান্তর আছে।

ভাক হরকরার চাকরী নেবার দিন এদেরের অকবর পরিচয়হীন সৃষ্টি
বেতে খাওয়া মাহান দীর্ঘ কথাটি যেন অকম্যান প্রকাশ করে বলছে “সব বেচে
লবাই খায়, ধর্ম বেচে কেউ খায় না—থেতে নাই, আমিও তা খাচ্ছ না।”
সেদিন সে জানতো না এ সত্যের কোন মূল্য মাহানকে দিতে হয়। সেদিন
দীর্ঘ জানতো না এ সত্যের মূল্য বাঁচাই করার ক্ষেত্রে নির্মম প্রেমের মত তার
মাননে দুঃখাবে—তারই একজন প্রিয় পুত্র নিতাইচরণ। সে এখানে রাখে
মাসের ধ্বংসের দাবীতে গেলে তুলেছে সে নিজেই। পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়ম
এই। তাই জামির সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর বাংলার দীঘির দিয়ে মিন্ট করে খেলে। তবু কেন কিস্ম নতুন কালের হাতছানিতে দীঘির সঙ্গে নাড়ীর বাংলার দীঘি চেলে মিন্ট করে জামির ভালোবাসে না—চায় করতে চায় না। তার সথ মুড়ে পাড়িয়ে হাঁটলেন। গ্রামে এক টাইপি দেখে মেছে, কলকলি গিয়ে তার বাংলার দীঘি পড়ে, সে মুড়ে হাঁটিয়ে চুপে চল বাংলার—"চায়ের চেলে ম্যানাইয়ের হলে মুড়ে যায়, ধরে যায়।" নিটাই যেসে না একথার গভীরতা। "ধর্ম" শব্দটাই তার কানে বেঁধলো। না বাংলার দিরে একটি হামী পরিমার্জন করে তাকে অটল বাংলার পড়ে। সে চায় প্রথমে বলেঃ সে মেছে উপায়ে যে তা পাখে। দীঘি তার জীবে ধর্মের অপর কিছু আকাশ। দীঘি তারে যেসে তাই নিটাই প্রাণ নিটাই-এর মধ্য। পিছিয়ে ও পাপ পুরাতনের বিখ্যাত বাংলা সংখ্যে সে সংখ্যে তৃপ্ত করে দীঘির দীঘির নতুন পথ—চলে পায় না চিরকালের সত্যমিতি, মর্মজ্জা বা পাপপূর্ণ—গ্রামের মানুষের অন্তর্গত নতুন দুঃখ-সৃষ্টিকর কেন হাঁটা যাবে না।

দুঃখ-সৃষ্টিকরের
eই প্রসবমনা
রাণের এ অক্ষত স্থাপন
মানুষের মনে।
সে সথ বেঁধলে ভালী কালের
চিন্তার নব-
জাত করে—
ভাবে কেমন করে তাকে বরণ করে মেঝে তার নিজের ঘরে।

"ভাব হলঘুর" তাই নিটাই গঠন নয়—এ যেন চিরকালের ভাবে কিছু ইতিহাস। মনুষ্য কিন্তু বিকাশ করে পুরাতন দুঃখ-সৃষ্টিকরে—
তেমন দুঃখ কি ?—নামম খেলায়টি মাঝে দিয়ে পুজি হতে শেষ
খেলার খানে গল্পে পুরাতন দুঃখ-সৃষ্টিকর নিয়ে যায় তাই উত্তর।
গান

(১)
ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়
আমি ব'লেন আছি রাজ-কন্যার দেড়টাতে হে
শেষ বিচারের আশায়।
চোখের জলই পাত্তনা কি হয়
হয় জীবনের বেঁধে-কেনার পেশায়।
তুমি ছাড়া কেউ জানে না
আমার জনে তা মনে না
দিকে নয়ে শাসায়
কথা মাটের পায়ে পাচ্ছে
মাঝে মিলে যাচ্ছে দৌরে
শেষ খেয়ারি ধারে একার এলেম দেওয়ে দশায়
না থাকিলে পাত্তনা বলে। অকুলে কুল ভাষায়—
অনেক পাত্তার সর্বনাশায়।

(২)
লাল পাঁওড়া বেঁধে মাথে রাখা হ'লে মণ্ডলাতে
বঁশীর ছেড়ে দুর্বল হয়ে দুর্বল হলে দুর্বল হাতাত।
এখন কলায়নি রাখায় দুর্বল না দিলে
মান থাকে কোথা।
ও দুর্বল তুমি রাজার হয়ে কেন হোক হয়ে হাত বিখাতাট।
কাদে তোমার বঁশী চূরি শিলার নুপুর গীত খাড়।
তার উল্লেখ কৌনি যার আমার হয়ন অস্তন পাড়া।
এখন মশীমালার ছটাটু লাঞ্জাহ
হয় না আমার মালা গাড়া।
এখন আমি নালিশ করি মাটিতে চূরি শুনে মন অপহরি ফেরার চোর গেলে কোথা।
বেঁধে এনে বিচার করা।
রাজা হে প্রনে নাক ছুটে নাতা।

(৩)
চোখে ছট। লালিলা তোর আনন্দ-বসা চূরিতে
খিসিকিসি খিসিকি নাচে হাতের তুরিফিরিতে—
মন মন রবিহারি চোখে যে আর সহিতে নারি
আমার যুক্তে যে স্বপ্ন পড়িল
কাদের চূরি ছুটেত।
হয় হয় আমি যদি হতের চূরি কাঙন নয় কঁঠ-কেলেরর খাঁকের
খাঁকের ঐ হাতটি বেঙ্গে রজনে সফল করিতে
হয় হয় থাকিত না কেন খেদ মরিত।

রিনিত্রিনি রিনিত্রিনি
চূরি আবার তোলে ধর্মি
আমার আশার বয়লা বাজে।
তোমার চূরির ছুটির—
পরাগ আমার চায় না যক
হতেই বাড়া পড়িতে।

(৪)
'কাচের ছুটির ছটা ছে' রা বাজির ছলন।
আগুনেতে ছটা নাকি ছটাই আগুন বলন।
ছুটায় কি ফূল কোটে
পরাগ-পিচিস আলে কি 'ওটে
মনের পাখা গজাইলে হায়কাচের ছটাই তুলোন।
চূরিতে হয় নাইক ছটা—ছটা আচে আগুনে
আগুন আমার নাচে দেখো। চূরিতে নয় নয়নে
সেই আগুনে কোঁপ দাও
মনের পাখা পুড়িয়ে নাও—
চূরি।
চূরি প'রে চূরি ভেঙে খেলি আমি খেলনা।
(৫)
আমার মনের রঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না
পানি পাতায় কাদিলাম হাত সে জল পাতা নিলে না।
টেলোমলো টেলোমলো
হায় সখি সে পড়ে যে মেলো।
ও হায় চোখের জলের মুখে ছট।

মাটির বুকে ঝলেনা—
মাটি পেলে গলে মন মানিক হলে গলে না।
চোখের জলে মিশিয়েছিলেম
মনের রঙের কোটা হে
টেলোমলো অঙ্গে তাহার টকটকে লাল ছটা হে।
লাল ছটা সে ঝলোমলো
তোমার কাঙ্কে লাচ ম’লো।
ও সে নদীর জলে হারিয়ে গেলো।
হারালে আর মেলে না।

(৬)
কে রং তোমায় মিশে গেলো নৌল ধমনীর জলে হে
কে রং গিয়ে লেগেছে যে লাল শালুকের ফুলে হে।
সেই শালুকে মন মানিয়ে।
সকল জুত পারিয়ে
খালি মনের সিংহর-কোটাতাও দিয়ে।ফেলে তে
নিয়ে নতুন ফুটে শালুক কাঁদি হে।

(৭)
মনের আমার হায় পুনর্গলি না বারণ—
সোণার হরিণ ধরিতে গেলি
ঘরে হলো নীতা হরণ।
রাসের নুতোয় ফুল পাতিলি
নিজেই নিচে ধরা দিলি।
ও ধুই জীবন-নুতোয় গুলি যে ফুল,
সেই বাকাদের হল মরণ।
অনেক হিসেব কোরে র মনে পেতেছিলি ফুল,
ভেক্ষি আশা থেকে আসবে নেমে চাই।
মেদের মাঝে চাই হায়রালি
আপন ফুলে তুই জড়লি
এখন ফুল কেটে হ’ প্রভাবিত,
নইলে হে। আর নই বিচন।

(৮)
রচনা—অঙ্গীত
কী গেলো পেট ভরলো না গো
ও গো নাগরী
আমার দেখা দিয়ে সদয় হয়ে
মুকলে গৌর হরি।
এ জুত বলবে কার কাছে
আমি ম’লাম জল হি ছে
পৌকা কেটে ফাঁক করে গেলো। গৌরের লম্পটে
চাকবে যে জল ভাঙতের মাঝে
হাত দিয়ে চাকতে নারি।
এ-তে উচিত নথিকে। তার
গলেতে আমার আপন হাতে
গেছে দিলো। কলকেরি হার
এখন মন অপমান সমান করে
গৌর মন জপ করি।

★
‘ডাক হরকরা’র
অভিনয়ংশেঃ
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
জহর গাঙ্গুলী, শাস্তিদেব
ঘোষ (শাস্তি নিকেতন)
পঙ্কজ বর্মী, মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
এটি, জয়নীল রায়,
অজিত গাঙ্গুলী, জহর রায়
গোকুল মথোপাধ্যায়
কালী রায়, ধীরেশ
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘামিলী
বন্দ্যোপাধ্যায় (এটি),
ঘোষ নী, অমোঃ
বন্দ্যোপাধ্যায়, সালিল দত্ত
মণি শ্রীমানি, কমল ঘোষ
পন্থপতি ঢীং, বিখ্যাত
অমর, অজিত, অযোধ্যা
মিরাত, গনিত, শুরু, অমল
ভট্টাচার্য, কুমার ও
বিখ্যাত দাস

শোভা সেন
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
কমলা অধিকারী, মধুলা
ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে

ভি লুয়া ফিল্ম ডিপ্টি বিউটার লিং, ৮৭, ধর্মকণ্ঠ। ল্যাট.১৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ইন্দোরিয়াল অর্ট কেটেজ, কলিকাতা -৬ হইতে মুদ্রিত।